যায়যায়দিন

তারিখ 29 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৪

ঢাবির সঙ্গে ১১ অনলাইন জার্নালের চুক্তি : ধারণা নেই ছাত্র-শিক্ষকদের

সাইয়েদা আক্তার

গত জানুয়ারিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ১১টি বিশ্ব খ্যাত অনলাইন জার্নালের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে ওই ইন্টারনেট লিঙ্কগুলোকে বার্ষিক হারে ১০ হাজার ইউএস ডলার অর্থাৎ প্রায় সাত লাখ টাকা দিতে হবে। জানুয়ারি থেকে এ চুক্তি কার্যকর হলেও ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে এখনো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই, বলে জানা গেছে।

২০০৬ সালের ১৩ মে বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সের (বাস) আয়োজনে এক ওয়ার্কশপে প্রথম এ বিষয়টি উত্থাপিত হয়। গত সেপ্টেম্বরেই এ বিষয়ে চুক্তি বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। পরে বাস-র অধীনে জানুয়ারিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে এখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকরা যেসব অনলাইন জার্নালের বিনামূল্যে সুবিধা নিতে পারবেন সেগুলো হলো ইন্সটিটিউট অফ ফিজিক্স, আমেরিকান কেমিকাল সোসাইটি, আমেরিকান ফিজিকাল সোসাইটি, অ্যানুয়াল রিভিউ, ব্ল্যাকওয়েল সিনার্জি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ম্যারিএন লিবার্ট, মাল্টিলিঙ্গুয়াল ম্যাটারস, অক্সফোর্ড জার্নাল, স্প্রিঙ্গার, উইলি ইন্টার সায়েন্স, আগোরা, ওরা ও হিনারি।

এ চুক্তির বিষয়ে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন ইউনিভার্সিটি প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বিশ্বের সর্বাধুনিক জার্নালের সঙ্কট ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি এর মাধ্যমে কমে আসবে। বাস-র মাধ্যমে চুক্তি হলেও বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের জন্যও এ লিঙ্কগুলো

পৃ ২১ ক ৫

ঢাবির সঙ্গে ১১ অনলাইন জার্নালের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সহায়ক হবে বলে মনে করেন প্রফেসর ইউসুফ হায়দার।

তবে বিশ্ব খ্যাত এ অনলাইন জার্নালগুলোর সঙ্গে চুক্তির ফলে ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এ বিষয়ে অবগত নন ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগ ছাত্র-শিক্ষক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক তরুণ শিক্ষক এ রিপোর্টারের কাছেই চুক্তির বিষয়টি প্রথম শোনেন বলে জানান।

একই সঙ্গে এ সুবিধা পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। ইউনিভার্সিটির সব বিভাগে কমপিউটার ল্যাব নেই। অনেক বিভাগে থাকলেও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য থাকা কমপিউটারগুলোতে বেশির ভাগ সময় ইন্টারনেট সংযোগ থাকে না। আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য কোনো কমপিউটার থাকে না। এছাড়া ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতেও ইন্টারনেট সংযোগসহ কমপিউটারের সংখ্যা মাত্র চারটি। এছাড়া টিএসসি কমপিউটার সেন্টারে প্রায় ৪০টি কমপিউটার রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এ চুক্তির সুফল পৌছানো নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেক শিক্ষক।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ সুবিধা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব অনেকটাই শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে। তবে একই সঙ্গে তিনি সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত প্রস্তুতি ছাড়া এ সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ইউনিভার্সিটি প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার জানান, শিক্ষার্থীদের জন্য কমপিউটার সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পেছনে পুরনো বিক্রয় কেন্দ্রে একটি কমপিউটার ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।